তারিখ ... 09 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

ডাকসু ও অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন যেভাবে হতে পারে

'ডাকসু নির্বাচন যেভাবে হতে পারে'– এ শিরোনামে লিখেছিলাম ৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ সমকালে। এ নিবন্ধে আমি বিদ্যমান বাস্তবতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যেভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে পারে, তার একটি ফর্মুলা উপস্থাপন করি। এ বিষয়ে একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলেও আলোচনা হয়। তাতে কোনো কোনো ছাত্র সংগঠন (বিশেষ করে বামপন্থি আদর্শের অনুসারী) নেতাদের অভিমত ছিল, আমি 'পরোক্ষ নির্বাচনে'র পক্ষে। বাস্তবে সেটা ছিল না। বরং এ পদ্ধতি আরও বেশি প্রত্যক্ষ ও গণতান্ত্রিক। আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চেয়েছি– ছাত্র সংসদ কেবল ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের জন্য নয়; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য। প্যানেলভিত্তিক নির্বাচন হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের কোনো না কোনো ছাত্র সংগঠন কিংবা তাদের জোটকে বেছে নেওয়া ছাড়া বিকল্প থাকে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ছাত্র সংগঠনের জনপ্রিয়তা কাছাকাছি থাকলে হয়তো মিক্সড প্যানেল জয়ী হয়। কিন্তু এ পদ্ধতিতে সেরা ছাত্র বা ছাত্রী, সেরা বিতার্কিক, সেরা খেলোয়াড় অথবা সমাজসেবী, যারা সরাসরি কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু প্যানেলে আসতে পারবে না কিংবা আদৌ যারা যুক্ত নয়, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ কোথায়? কেউ হয়তো বলবেন, নির্বাচনে যে কোনো ছাত্রছাত্রী প্যানেলের বাইরে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু ছাত্র সংগঠন বা তাদের জোটের প্যানেলভিত্তিক নির্বাচনের যে পদ্ধতি চালু ছিল, তাতে সাধারণ ছাত্র বা ছাত্রীর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ কতটুকু? নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে ছাত্র সংসদ গঠিত হয়, তাতে ছাত্র সংগঠনের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব তো ভোটদান করেই শেষ হয়ে যায়। অথচ দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়ছে। তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে আসতে পারে যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব, যাদের কেউ পরবর্তী জীবনে রাজনীতি করবে, কেউ ব্যবসায় যাবে, কেউ বিজ্ঞানী বা শিল্পী হবে, কেউবা গণমাধ্যম অথবা অন্য কোনো পেশায় নিজের মেধা-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে।

এসব তো পরের কথা। আগে তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে– ছাত্র সংসদ নির্বাচন আদৌ হবে কি-না। এক সময় ছাত্র সংসদ নির্বাচন বলতে কেবল কলেজ ও হাতেগোনা কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ আসত। এখন তো রয়েছে পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে ডজন ডজন প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্বত্র তা ছড়িয়ে আছে। বেসরকারি উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো কোনোটির কর্তৃপক্ষ গর্বের সঙ্গে বলছে, 'আমাদের প্রতিষ্ঠান রাজনীতিমুক্ত'। যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ছাত্রছাত্রীরা অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছে, জীবন দিয়েছে, সে দেশে এমন কথা কেন? তারা ছাত্র সংসদ চাইছে না। নির্বাচন চাইছে না। তাদের ভয়– ছাত্র সংগঠন সক্রিয় হলে ক্যাম্পাস অশান্ত হবে। কারওবা ভয়– অতিরিক্ত বেতন-চার্জের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবে ছাত্র আন্দোলন।

আশার কথা, মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ডাকসুসহ ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়েছেন। দেশের অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ৪ মার্চ তিনি লিখিত ভাষণের বাইরে গিয়ে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তাতে কপটতার লেশমাত্র নেই। বরং প্রতিটি কথা আন্তরিকতায় ভরপুর। তিনি হাস্যরসে উচ্চশিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেছেন, খুশি করেছেন। একই সঙ্গে প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কের মতো তাদের সামনে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি চমৎকার রসবোধের পরিচয় রেখেছেন। পড়াশোনা, বিয়ের বয়স, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে কারা নির্যাতন– প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্য মূল লক্ষ্য থেকে সামান্যতমও সরে যাননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা ১৯২১ সালের ১ জুলাই। ১৯২২-২৩ সেশনেই ছাত্র সংসদের (যা ডাকসু নামে পরিচিত হয়) প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ডাকসু একটি পরিচিত নাম, যা শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বমহলে উচ্চারিত হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রধান নেতা ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদ এক আলোচনায় বলেছিলেন, ষাটের দশকে ছাত্রনেতাদের ওপর সব শ্রেণি-পেশার মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল; মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব, গ্রামে গ্রামে বিরোধ এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য মিটমাটের জন্যও ইকবাল হলে (সে সময়ে ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র, বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) চলে আসত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সামরিক শাসনামলে এ সংস্থার নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে তা বন্ধ। ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯০ সালের ৬ জুলাই। শুধু ডাকসু নয়; রাকসু, চাকসু, জাকসু– কোথাও নির্বাচন হচ্ছে না। কলেজগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নির্বাচন নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন ছাত্র ও জাতীয় আন্দোলনের এমন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে, সে প্রসঙ্গে ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেরা ছাত্রছাত্রীরা এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতো। বলা যায়, এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই দেশের সিনিয়র শিক্ষার্থীর মর্যাদা পেত। শিক্ষকরা গণ্য হতেন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ বলতে গেলে প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের গণ্য করা হতো। যখন জাতীয় জীবনে বিশেষ কোনো সমস্যা দেখা যেত কিংবা শিক্ষাজীবন বিঘ্নিত হতে পারে বলে শঙ্কা সৃষ্টি হতো, তখন স্বাভাবিকভাবেই সবার নজর থাকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কী বলছে, সেখান থেকে কী দিকনির্দেশনা মিলছে, তার প্রতি।'

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম একই সঙ্গে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বলেন, 'ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যারা নির্বাচিত হতেন, তাদের প্রায় সবাই আগে থেকেই ছাত্রনেতা হিসেবে সুপরিচিত হতেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার স্থান রয়েছে, এমন কাউকে ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে মনোনয়ন দেওয়া হতো। নির্বাচিত হওয়ার পর তারা কেবল নিজ বিশ্ববিদ্যালয় নয়, গোটা ছাত্রসমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠতেন। স্বাভাবিকভাবেই কোনো আন্দোলনের সূচনা এবং তা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ডাকসুর কর্মকর্তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল। এর কোনো আইনি ভিত্তি ছিল না; কিন্তু নৈতিকতার মানদণ্ডে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।'

এখন তো উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি নয়, অনেক কেন্দ্র। সর্বত্র মেধাবী, চৌকস ছাত্রছাত্রীদের ভিড়।

তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খুব কম ক্ষেত্রেই ডাকসু বেশি জনপ্রিয়– সেটাই যেন তাদের বেছে নিতে বলা হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অনুসারী থাকে। ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামের সংগঠনটি জনপ্রিয় ছিল। স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকসু নির্বাচনে তারা বিপুলভাবে জয়ী হয়। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও তারা জয়ী হয়। কিন্তু পরে এ জনপ্রিয়তা আর থাকে না। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বহু বছর ধরেই বড় ছাত্র সংগঠন। কিন্তু বাংলাদেশ আমলে তারা কোনো সময়েই এককভাবে ডাকসু নির্বাচনে জয়ী হয়নি। তিন দশকের বেশি সময় ধরে বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলও জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। একই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সব সময়েই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে থেকে যায়। ছাত্র সংসদ গঠনে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত এবং বাইরে থাকা, উভয়ের মতামতের প্রতিফলন যেন ঘটতে পারে, তেমন ব্যবস্থা থাকা চাই। এর সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কিংবা দেশের অন্য কোনো ইস্যুতে কী ভূমিকা ও অবস্থান গ্রহণ করবে, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তারা এককভাবে আন্দোলনে শামিল হতে পারে কিংবা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে এককভাবে বড় ধরনের কোনো ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করতে পেরেছে। যখন মূলধারার ছাত্র সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং ছাত্রসমাজের শিক্ষা সংক্রান্ত ইস্যু কিংবা জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে রাজপথের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, তখনই কেবল তাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক সমর্থন মিলেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ডাকসু 'ছাত্র আন্দোলনের বর্ষাফলকে' পরিণত হয়েছে। ছাত্র সমাবেশে ডাকসুর সহসভাপতি সভাপতিত্ব করেছেন। ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে তাকে মেনে নেওয়া হয়েছে।

ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু হলে যে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ বাদে অন্য কোনো ছাত্র সংগঠন ছিল না। সে সময়ে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও জয়ী হয়েছে ছাত্রলীগ।

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র সংগঠনের প্যানেল প্রদানের সুযোগ ছিল; তবে গঠনতন্ত্রে বিষয়টির উল্লেখ নেই। গত কয়েক দশকের নির্বাচন পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, নির্বাচনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই মুখ্য হয়ে উঠত। ছাত্রছাত্রীদের সামনে প্রার্থী নয়, প্যানেলই প্রধান বিবেচ্য থাকে। কোন ছাত্র সংগঠন

প্রস্তাবিত নির্বাচন পদ্ধতিতে ছাত্র সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এ জন্য প্রতিটি শ্রেণিকে টার্গেট করে কাজ করতে হবে। সব শ্রেণির প্রতিনিধি পদে এবং ডাকসুতে সংগঠনগতভাবে নির্বাচন করার সুযোগ রয়েছে। জোট গঠনেও কোনো সমস্যা নেই। যারা ছাত্র আন্দোলনে ব্যাপক শিক্ষার্থীদের শামিল করাতে চান, তাদের জন্য এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিই সর্বোত্তম। কারণ শ্রেণি প্রতিনিধি পদে ভোট পেতে তাদের কাজ করতে হবে সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে। প্রস্তাবিত নির্বাচন পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছাড়াও কৃতী ছাত্রছাত্রী, খেলোয়াড়, শিল্পী-লেখক, বিতার্কিক এবং অন্য কোনোভাবে বিশেষ অবদান রাখা শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হবে। জনপ্রিয় শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের সদস্য করার কাজকে গুরুত্ব দেবে